বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহাশক্তিশালী ও প্রতাপশালী আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তাঁর মুয়াহহিদ বান্দাদের সম্মানিত করেন এবং তাঁর শত্রু কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন। শান্তি এবং রহমতের ধারা বর্ষিত হোক সেই নবীর উপর যাকে তরবারী সহকারে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরুপ প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাঁর পরিবার, সাথিবর্গ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা উত্তমভাবে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপরও।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য।" [সুরা তাওবাহ: ১১১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:- "যেই সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ, আমি ইচ্ছা করি, আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করি অতঃপর নিহত হই, এরপর আবার যুদ্ধ করি অতঃপর নিহত হই, এরপর আবারও যুদ্ধ করি অতঃপর নিহত হই।"

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এবং দাওলাতুল ইসলামের সাহসী সৈনিকগণকে অত্যন্ত মনবেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন মহান শায়েখ, বীর মুজাহিদ আবুল হাসান আল-হাশেমী আল-কুরাইশী আল্লাহর রাস্তায় সম্মুখ ফ্রন্টে লড়াইরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)। তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি, বরং তিনি আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রু পক্ষের যতজনকে পেরেছেন তিনি হত্যা করেছেন। এভাবেই তিনি বীর যোদ্ধাদের ন্যায় লড়াই চালিয়ে যান।একপর্যায়ে যুদ্ধের ময়দানে মানুষ যেভাবে নিহত হয় তিনিও সেভাবে নিহত হন (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)। তিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন। শারীরিক, মানসিক সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি অকাতরে নিজের ধন-সম্পদ এই পথে ব্যয় করেছেন। তিনি ভাইদের মাঝে থেকেই তাদের বিষয়সমূহ পরিচালনা করতেন এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর খোঁজে চলতে থাকা কুফফারদের নজরদারি আর পাপাচারীদের চক্রান্তের কোন পরোয়া তিনি করতেন না। সত্যিই তিনি সম্মান, অভিনন্দন ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

[কবিতা]

তাঁর বিরহে আমাদের অশ্রু শুকিয়ে গেছে,
কিছুই অবশিষ্ট নেই।
এর প্রতিশোধে আমরা বদ্ধপরিকর,
জীবন-রক্তের পরোয়া নেই।
যাদের আত্মা ছিল সর্বদাই আকাঙ্ক্ষিত জান্নাতের জন্য,
আমরা ময়দান রাঙিয়ে যাবো তাদেরই লক্ষ্য পূরণের জন্য।
আমাদের পূর্বসূরী ছিলেন;
আবু মুসআব, আবু ওমর,আবু বকরসহ প্রমুখ হাশেমীগণ
তাদেরই শেষ ব্যক্তি হলেন আমাদের গৌরব
আবুল হাসান, উম্মাহর অহংকার, গুণীজন।
যিনি নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে রচনা করেছেন

মর্যাদার দাস্তান, যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে গেছেন,
ঢিল হয়নি কখনো তার সংকল্পের বান।
সম্মানের পথে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন পবিত্র সিংহদের,
নিজেকে করে কুরবান।

আমাদের নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের আমীরগণ ও খলিফাতুল

মুসলিমীনগণ নিজেদের জীবনকে অতি সস্তা মনে করে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন।

আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।তাঁরা নিজেদেরকে যুদ্ধের লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ করেন কোন ধরনের পরোয়া করা ছাড়া। তাঁরা মুখোমুখি যুদ্ধের সময় থাকেন দৃঢ়পদ ও অবিচল। লড়াইয়ের ময়দানে হয়ে যান ক্ষিপ্র সিংহ।সত্যিই নেতা হিসাবে তাঁরা গৌরব প্রাপ্তির যোগ্য, অতুলনীয় ব্যক্তিবর্গ। কেউ পারলে দেখাক এমন একজন নেতা!

[কবিতা]

মৃত্যুর খোঁজে আমরা সদা ছুটে চলি সহস্রাধিক মরুপ্রান্তর,
যেন শাহাদাহ'র উৎকৃষ্ট সুধা পানের
স্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয় অন্তর।
এ এক মহা আনন্দ, চির সফলতা, যার হয়না কোন তুলনা।
এ পথে মৃত্যু হলে দোষ কোথায়,
কেন ভাবো একে ব্যর্থতা কিবা লাঞ্ছনা।
হতাশার আঁধারে হীনবল হয়ে পিছু হটতে আমরা রাজি নই,
হে ধরাবাসী! লাঞ্ছনা আগলে রেখে অপদস্থতা জড়িয়ে
পরগাছার জীবনে আমরা চির বিদ্বেষী।
আমাদের কোন নেতা বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করেন না।
অগ্নিঝরা যুদ্ধের ময়দান থেকে
সামান্যতম পিছনেও থাকেন না।
যদি ভূপাতিত হয় আমাদের কোন ঘোড়সওয়ার, মহা বীর,
তবে অন্য কোন সাহসী পুরুষ তুলে নেন ঝাণ্ডা, উঁচিয়ে শির।

অতঃপর ইতোমধ্যেই দাওলাতুল ইসলামের আহলুল হাল্লী ওয়াল আকদগণ একত্রিত হয়ে, পরামর্শক্রমে, ঐক্যমতের ভিত্তিতে, পরবর্তী আমিরুল মু'মিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন হিসেবে বায়াত দিয়েছেন বীর সেনানী, সাহসী যোদ্ধা শাইখ আবুল হোসাইন আল-হোসাইনী আল-কুরাইশী হাফিজাহুল্লাহ-কে। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করি, যেন তিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ যেন তাঁর হস্ত'কে কুফফারদের বিরুদ্ধে ডানে-বামে (সর্বত্র) প্রসারিত করেন এবং তাঁর হাতে বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত করেন। (অর্থাৎ তাকে প্রতিটি ক্ষণ, কর্ম ও পদক্ষেপ গ্রহণের কাজে ব্যস্ত রাখুন।) এবং তিনি যেন দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর শরিয়াহকে পূণঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। (আমীন... ইয়া রব)

সুতরাং হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ! আপনারা আপনাদের খলিফার হাতে বায়াত গ্রহণ করুন। তিনি অনেক প্রবীণ মুজাহিদ এবং দাওলাতুল ইসলামের একনিষ্ঠ সন্তানদের একজন। আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আর তাঁর প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। ইনশা আল্লাহ অতিসত্বর আপনারা তাকে চিনতে পারবেন এবং তার কাজ দেখলেই প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারবেন। তখন আর আপনাদেরকে তাঁর অবস্থা ও জীবনচরিত সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। অতএব আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান। কারণ আল্লাহর শপথ! দুটি কল্যাণের একটি অবশ্যই মিলবে বি-ইযনিল্লাহ! হয়ত গৌরবময় উজ্জ্বল বিজয় ও কর্তৃত্ব! নয়ত রাব্বুল আ'লামীনের রাস্তায় শাহাদাহ!

হে মুসলিম উম্মাহ'র সন্তানগণ! আপনারা এমন একজন খলীফাকে বায়াত দেয়ার জন্য হাত প্রসারিত করুন যিনি আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল স্থানের মজলুম মুসলিমদের সাহায্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন!

যিনি তার ক্ষমতাধীন ভূখণ্ডের প্রতিটি কোণায় আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন! যিনি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে, তাঁর উপর ভরসা করে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের বন্দি মুসলিমদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে নিজেই নিজেকে প্রতিশ্রুতবদ্ধ করেছেন! যিনি আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্য নিয়ে সর্বস্থানে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন! তাই আল্লাহর শপথ! তাঁর আনুগত্য ও সাহায্য-সহযোগিতা করা আপনাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ আপনাদের উপর যে দায়িত্ব পালন করাকে ওয়াজিব করেছেন সে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আপনারা বিলম্ব করবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বের অধিকারীদের।" [সুরা নিসা: ৫৯]

রাসূল ﷺ বলছেন: “আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ

তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। ১.কথা শুনবে। ২.আনুগত্য করবে। ৩.আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। ৪.হিজরত করবে। ৫.জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে।"

ইমাম ইবনু হাজম রহিমাহুল্লাহ বলেন: "কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয় এমন অবস্থায় দুই রাত অতিবাহিত করা, অথচ তাঁর গর্দানে কোন ইমামের বায়াত নেই।" আর আল্লাহর শপথ! (বর্তমানে) তিনি (শাইখ আবুল হোসাইন আল হোসাইনী) ছাড়া অন্য কোন ইমামের কথা আমার জানা নেই, যে একনিষ্ঠতার সাথে (পরিপূর্ণ ভাবে ও যথাযথ পদ্ধতিতে) আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা এবং রাসুল ﷺ এর সুন্নাহর অনুসরণের দিকে আহ্বান করছেন! অতঃপর কাছে ও দূরের সবাই জেনে রাখুক যে, আল্লাহর অনুগ্রহে কোন দুর্যোগই আমাদেরকে দুর্বল করতে পারবে না এবং কোন ভয়াবহ বিপদই আমাদেরকে প্রকম্পিত করতে পারবে না।

আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। মানব-দানব সকলে মিলেও আমাদেরকে কখনই আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তাঁর রাস্তায় লড়াই করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আমরা রাব্বুল আলামীনে'র সাহায্যের ব্যাপারে সুনিশ্চিত, পূর্ণ আশাবাদী। আর এ পথে নিহত হওয়ার দ্বারা তো কেবল আমাদের দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পায়। কষ্ট ও সংকীর্ণতা আমাদের ধৈর্যকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়। এসকল অবস্থা আমাদেরকে শেখায় যে, একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের-ই প্রত্যাশী হওয়া এবং তাঁর উপরই ভরসা করা উচিৎ। নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের ভরসা ছেড়ে তাঁর (আল্লাহর) শক্তি সামর্থের উপর নির্ভর করা আবশ্যক।

অহংকারী, দাম্ভিক কাফের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভীতিকর হুমকির বার্তা:-

অচিরেই তোমরা অবলোকন করবে যে, আমীর সৈনিক নির্বিশেষে দাওলাতুল ইসলামের (আল্লাহ একে সমুন্নত করুন) প্রত্যেক ঘোড়সওয়ার অঙ্গবিচ্ছেদকারী, শাণিত তরবারী হাতে প্রতিটি উত্তপ্ত প্রান্তরে তোমাদের পাওনা পরিশোধ করছে। (প্রত্যেক সীমালঙ্ঘণকারী কাফেরই নিজেদের নিকৃষ্ট কৃতকর্মের তিক্ত ফল ভোগ করবে। এটা এজন্যই যে, নম্র স্বরের উপদেশ যারা গ্রহণ করে না, তাদের জন্য উন্মুক্ত তরবারীর প্রচন্ড আঘাতই উত্তম প্রতিষেধক! যেমনটি বলেছেন আমাদের শাইখ, অরণ্যচারী সিংহ ,ঘাড় কর্তনকারী, ইস্তিশহাদীদের আমীর আবু মুসআব আয-যারক্বাভী রহিমাহুল্লাহ "যাকে কলমের খসখসানি ও কোমল কথার মৃদু ধমকি সতর্ক করতে ব্যার্থ হয়, অতিসত্তর তাকে উন্মুক্ত তরবারী কথা শুনাবে। কারণ যে সকল মাতৃগর্ভ খালিদের মত বীরের জন্ম দিয়েছে, বাতিলের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন সত্ত্বেও সেগুলো এখনও গর্ভধারণ ও জন্মদান করে যাচ্ছে।"

[কবিতা]

নিশ্চয়ই আমরা এমন এক জাতীর সন্তান
যার গোড়া খুবই নিখুঁত, গৌরবোজ্জ্বল।
যে জাতির সৃষ্টির মাঝে নেই কোন বক্রতা,
দোষ-ত্রুটি অপূর্ণতা।
অজস্র আঘাত-প্রতিঘাতের কারণে তার দেহ
ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়, তবুও তাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না।
শিকল যখন তাঁর পা পেঁচিয়ে ধরে
তখন হাঁটার গতি ও শক্তি আরও বেড়ে যায়।
যদি লড়তে চায় চাবুকের দাসেরা,
তবে জেনে রাখুক ভালো করে,
যেখানেই গিয়ে পালাক তারা অবশ্যই
আনবো মোরা তাদের ধরে।
বাতিলের বিরুদ্ধে চলমান এ যুদ্ধে,
"হক" হলো পাথেয় মোদের,
তরবারী-ই হলো শেষ দলীল,
যদি আরও দলিলের প্রয়োজন হয় তাদের।
নিঃশেষ হয়ে গেছে পূর্বাঞ্চলীয় যোদ্ধারা,
যখন উপেক্ষা করেছে তাকে,
বিলীন হয়ে গেছে পশ্চিমাঞ্চলীয় পুতুল বীরেরা,
প্রতারণার গলিতে ঢুকে।
তাদের অনুসারী, সে রাষ্ট্রের নীতিধারী
কেউ-ই বাকী নেই আজ, মাশুল গুনছে সবে।
কল্পকাহিনীতে বিভোর তারা, মিথ্যে আশায় তৃপ্ত,
এ যে এক অভিসম্পাত বুঝিবে তারা কবে?
শুন হে পরিচয় মোদের; জখমের কথা স্বরণ করে
সিংহ হয় না কভু ক্ষান্ত,
বইছে ঈমানী চেতনা মোদের শিরা ধারায়,
লড়ে যাই সদা, হইনা ক্লান্ত।

"আর আল্লাহ্ তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [সুরা ইউসুফ: ২১]
আমাদের শেষ দোয়া, যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।